দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

উচ্চশিক্ষার চাহিদা ও ভর্তি সংকট

সেই পুরনো কাহিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে ৩,৭৮৭টি আসনে ভর্তির জন্য ৬৩,৩১৩টি আবেদনপত্র পড়েছে। অর্থাৎ প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করার যোগ্যতা রাখে কিন্তু ভর্তি করা হবে মাত্র চার হাজারের কাছাকাছি সংখ্যক ছাত্র। উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী এমন ছাত্রের ষোল শতাংশও এবার ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবেন না।

এ কথা ঠিক যে উল্লিখিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। কিন্তু তাতেও উচ্চশিক্ষার চাহিদা মিটবে না। বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজে পড়াশোনা করতে হবে কিংবা স্রেফ ঘরে বসে থাকতে হবে। এভাবে আমাদের দেশে শিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের দেশে চাই আরও ডাক্তার, আরও ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, ভাষাবিদ, আন্ত-র্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন মানবিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ। কিন্তু দেশকে সেভাবে সমৃদ্ধ করার পথ রুদ্ধ। কারণ, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চশিক্ষার্থীদের ধারণ করতে পারছে না—তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা তো পরের কথা।

আমাদের দেশে খুব কমসংখ্যক ছাত্রই লেখাপড়ার সুযোগ পায়। বিপুল জনগোষ্ঠীর সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র এসএসসি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছায়। যারা এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের সিকি অংশ মাত্র এইচএসসি পর্যায় উত্তীর্ণ হয়। তার পরের কাহিনী আরও করুণ। সেই ভগ্নাংশের পনের শতাংশও উচ্চশিক্ষা নিতে পারে না। যারা উচ্চশিক্ষা পায়, তাদের একটা অংশ আবার বিদেশে চলে যায়। অর্থাৎ যে সংখ্যায় উচ্চশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি করলে দেশ ও সমাজের প্রগতি নিশ্চিত হতে পারে, তা করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি।

যারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে বলেন যে সবার উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নেই, আমরা তাদের সমর্থন করি না। আমরা মনে করি যে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্যে অধিক সংখ্যায় ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার এবং বিজ্ঞানী তো বটেই, সকল মানবিক শাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত লোক দরকার। আমাদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব আছে। আমাদের গ্রামীণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলিতে চিকিৎসকের অনুপস্থিতি প্রকট। আমাদের প্রশাসন ব্যবসায় আরও মেধাবী কর্মী চাই। আমাদের পরিকল্পনায় উচ্চ-শিক্ষিত মানুষ চাই। শিক্ষিত জনশক্তির চাহিদা আমাদের দেশে সুতীব্র। বিদেশেও কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষিত জনশক্তি প্রেরণই লাভজনক এবং নিরা-পদ। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ খুবই জরুরী।

জাতীয় চাহিদা এবং সীমিত সুযোগ—এ পটভূমিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংকটের সমস্যা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহ্য-বাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষার্থীদের ভিড় প্রত্যাশিত। কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুনাম ও ঐতিহ্য সমপরিমাণে বৃদ্ধি করা গেলে ভর্তি সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

কিভাবে উচ্চশিক্ষার চাহিদা মোকাবিলা করা যায়, তা জরুরীভিত্তিতে ভাবা দরকার। দেশে আরও বিশ্ববিদ্যালয় চাই। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগকে আরও সংহত করতে হবে। সরকারী উদ্যোগে আরও বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপন করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির অবস্থা করুণ। না আছে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, না শৃঙ্খলা, না গ্রন্থাগার, না ল্যাবরেটরী। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলি শিক্ষা সংকট মোচনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ কিংবা 'বুয়েটে' ভর্তি সমস্যা নিয়ে আমরা এখানে আর বিস্তারিত আলোচনায় গেলাম না। বেদনার বিষয় হল, এমন কড়াকড়ি আর বাছারাছির মধ্যেও শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে কারও কারও খামখেয়ালির জন্য বছর শেষে আসনশূন্য পড়ে থাকে। মেধাবী ছাত্ররা তাদের পছন্দসই বিষয়ে অধ্যয়ন করতে পারে না। ভর্তির ব্যাপারে স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতির অভিযোগও শোনা যায় না, এমন নয়।

আমরা মনে করি, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা নিরূপণে ও শিক্ষার সম্প্রসারণে উচ্চতম পর্যায়ে কমিশন গঠন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ অবশ্যই সম্প্রসারিত করতে হবে।